BNGE : 2nd Sem
Teacher : Dr. Biswajit Podder

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা (১৮৩৮-১৮৯৪)

বাঙালীর জীবনকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের মিলনভূমিতে স্থাপন করে মননশীল সাহিত্য, কথাসাহিত্য, দেশ ও ধর্মের কথা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বাঙালীকে যিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর জীবনরস ও প্রানবানীতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তিনি বঙ্কিমচন্দ্র। বাঙালীর মনকে মননের দ্বারা সুদৃঢ় করে, কুসংস্কারকে যুক্তি দিয়ে, প্রাচীন ইতিহাসকে পুনরুদ্ধার করে স্বাদেশিক সত্তাদীক্ষায় নতুন মানববোধের পন্থা নির্দেশ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) বাঙালী সমাজ আত্মদর্শনের বীজমন্ত্র খুঁজে পেয়েছিল। পাশ্চাত্য উপন্যাস ও রোমান্সের প্রভাবে সর্বপ্রথম বাংলা উপন্যাসের কাঠামো সার্থক ভাবে নির্মান করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। Indian Field পত্রে তাঁর প্রথম উপন্যাস Rajmohan's Wibe প্রকাশিত হয়। ইংরাজীতে লেখা এই জড়তাপূর্ন কাহিনী বাঙালীর পারিবারিক জীবনকথা। এরপর পর পর রচনা করেছেন তাঁর সার্থক বাংলা উপন্যাসগুলি -

১) দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) ২) কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬)
৩) মৃনালিনী (১৮৬৯) ৪) বিষবৃক্ষ (১৮৭৩)
৫) ইন্দিরা (১৮৭৩) ৬) যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪)
৭) চন্দ্রশেখর (১৮৭৫) ৮) রজনী (১৮৭৭)
৯) কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮) ১০) রাজসিংহ (১৮৮২)
১১) আনন্দমঠ (১৮৮৪) ১২) দেবীচৌধুরানী (১৮৮৪)
১৩) রাধারানী (১৮৮৬) ১৪) সীতারাম (১৮৮৭)

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির আভ্যন্তরীন বৈশিষ্ট্য ধরে উপন্যাসগুলিকে তিনটি শ্রেনীতে ভাগ করা যায়। তাঁর ইতিহাস ও রোমান্সধর্মী উপন্যাসগুলি হল 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' 'মৃনালিনী' 'যুগলাঙ্গুরীয়' 'চন্দ্রশেখর' 'রাজসিংহ' এবং 'সীতারাম'। অবশ্য অনেক উপন্যাসেই ইতিহাসের পটে অনৈতিহাসিক মানুষের কথা অধিকতর প্রাধান্য পেয়েছে। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে বিমলা-আয়েষা-তিলোত্তমা, 'কপাল-কুণ্ডলা'য় কপালকুণ্ডলা-মতিবিবি-নবকুমার, 'মৃনালিনী'তে হেমচন্দ্র-পশুপতি-মৃনালিনী-মনোরমা, 'চন্দ্রশেখর'এ চন্দ্রশেখর-প্রতাপ-শৈবালিনী প্রভৃতি চরিত্র ও তাদের ঘটনা অনেক অংশেই কাল্পনিক। অসাধারনকে অবলম্বন করে, বিস্ময়ভাব আশ্রয়ী, অদ্ভুতরস প্রাধান্য, বাস্তবকথার জীবনসত্য ও মানবসত্যের স্বীকৃতিতে প্রত্যয়তার আনন্দ নিয়ে তাঁর রোমান্সধর্মী উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' রচিত। 'কপালকুণ্ডলায়' রয়েছে নদী ও অরন্যের ~~সারীভূতরূপ কপালকুণ্ডলার বিবাহিত সামাজিক জীবনের নানা দুর্জ্ঞেয় নিয়তি~~। তাঁর 'মৃনালিনী' অপূর্ব কাহিনীগ্রন্থনে ও চরিত্রবিন্যাসে রচিত যুগের ঐতিহাসিক উপাদানের অভাবে অনুমাননির্ভর ইতিহাসরসাশ্রিত কাহিনী। 'যুগলাঙ্গুরীয়' কাহিনী এবং চরিত্র-গত দিক থেকে দুর্বল উপন্যাসটিতে হিন্দু আমলের একটি রোমান্টিক প্রেমের গল্প। বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' মীরকাশিমের সময়ের পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস যেখানে নীতির মাপকাঠিতে প্রতাপ-শৈবালিনীর সম্পর্ক বিচার করে চিত্তসংযমে অসমর্থা শৈবালিনীর নরকযন্ত্রনা ভোগের প্রায়শ্চিত্তের কথা বর্নিত। 'রাজসিংহ' উপন্যাস

Scanned with CamScanner

খানি বঙ্কিমের বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস। তবে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে কাল্পনিক প্রণয়ের নানা উপকাহিনী ইতিহাসরসকে অক্ষুন্ন রেখে সংযোজিত। তাঁর 'সীতারাম' ক্ষীণতম ইতিহাসের আভাসে, কল্পনার আতিশয্যে চরিত্রবান পুরুষের রূপের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ার অধঃপতনের চিত্র।

বঙ্কিমচন্দ্রের তত্ত্ব ও দেশাত্মবোধক উপন্যাস হল 'আনন্দমঠ' (১৮৮৪) 'দেবী চৌধুরানী' (১৮৮৫)। 'আনন্দমঠ' উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে রচিত। এখানে অন্তর্ভুক্ত 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত পরাধীন জাতির বীজমন্ত্র। বাংলাদেশে মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে রচিত এই উপন্যাসটি। মহেন্দ্র-কল্যানী- ভবানন্দ, সত্যানন্দ, জীবানন্দ, নিমাই প্রভৃতি চরিত্রের উপস্থাপনায় দেশাত্মবোধক এই উপন্যাসে বঙ্কিম দেশ, সমাজ, ধর্ম ও জাতীয়তা সম্পর্কে নতুন ভাবনা ও তত্ত্বদর্শন প্রকাশ করেছেন। তাঁর 'দেবী চৌধুরানী' সূক্ষ্মধর্মীয় অনুভূতি ও হিন্দুর সামাজিক আচার-আচরনের নানাতত্ত্ব। সেই সঙ্গে গীতা-তত্ত্ব ও হিন্দুনারীর অবস্থান সম্পর্কিত নানা উপদেশ এখানে প্রকাশিত।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজ-গার্হস্থ্যধর্মী উপন্যাসগুলি হল - বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, রজনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, রাধারানী। ইতিহাস বা তত্ত্বকথা নয়, নরনারীর মনের বিচিত্র ভাব এবং সামাজিক নানা সমস্যাকে নিয়ে তাঁর এই শ্রেণীর উপন্যাসগুলি রচিত। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসখানি 'বঙ্গদর্শন' পত্রে প্রকাশিত। বিধবা বিবাহ, বহুবিবাহ, ব্রাহ্মআন্দোলনের মতো সমকালীন নানা সামাজিক আন্দোলনের প্রসঙ্গ উত্থাপনের পাশাপাশি বৈধব্য সাপেক্ষ মনস্তাত্ত্বিক জটিল ত্রিভুজ প্রেমের দ্বন্দ্ব ও ঘাতপ্রতিঘাত (নগেন্দ্র-কুন্দনন্দিনী-সূর্যমুখী) এখানে বর্নিত। 'ইন্দিরা' বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল প্রতিভার স্বাক্ষরে কাহিনীর ক্ষুদ্রাবয়বে দাম্পত্যজীবনের রসসন্ধানী দৃষ্টিদর্শন। বঙ্কিমের 'রজনী' উপন্যাসখানি লিটনের The Last days of Pompeii র কানাফুলওয়ালী নিদিয়ার প্রভাবে রচিত। অর্থাৎ নিদিয়ার প্রভাব পড়েছে জন্মান্ধ রজনী চরিত্রে। যেখানে নীতি, সমাজ, সংস্কার প্রবল হৃদয়বৃত্তির স্রোতে ভেসে যায় সেখানে নীতির প্রশ্নে নারীহৃদয়ের দুর্বলতম ব্যথার অমর্যাদা করেননি বঙ্কিম। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বঙ্কিমচন্দ্রের একটি কালজয়ী গার্হস্থ্যধর্মী উপন্যাস। এখানেও তিনি অঙ্কন করেছেন ত্রিকোন প্রেমের জটিল মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব। কাহিনীগ্রন্থন ও বিস্ময়কর চরিত্র সন্নিবেশে নারীর আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তির সঙ্গে সংস্কারের দ্বন্দ্ব ও পুরুষের নৈতিক অধঃপতনের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা প্রকাশ পেয়েছে ভ্রমর-রোহিনী-গোবিন্দলালের বৈধব্য সাপেক্ষ ত্রিকোন চিত্রে। বঙ্কিমের 'রাধারানী' দেবেন্দ্রনারায়ন-রুক্মিনীকুমারের গল্প। বলা যায় ইহা জীবনসমস্যার চিত্র নয়, সাধারন প্রেমকথা।

যাই হোক, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ভাবধারার সার্থকরনে বাংলা উপন্যাসের প্রথম যথার্থ শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র দেশ, সমাজ, জাতি, ধর্ম, সামাজিক আন্দোলন, সাংসারিক জীবনে নারীর দৈহিক, মানসিক আকুতিজনিত প্রবৃত্তির জটিলতা, নীতি-বাদী দর্শনে ও ঐতিহাসিক মননে বিবৃত করেছেন বাংলা উপন্যাসে। বিষয় নির্বাচন, বাচনভঙ্গীর উৎকর্ষতায় ও প্রাচ্য-পাশ্চাত্য আদর্শে রচিত তাঁর উপন্যাস শিল্প। পূর্বসূরীরা তাঁর রচনাসৌষ্ঠবের কাছে নগন্য। তাই বাংলা উপন্যাসের প্রথম যথার্থ শিল্পী- বঙ্কিমচন্দ্রই।

-০-

Scanned with CamScanner